'নবরসরুচিরা সংস্কৃত - সাহিত্যধারা'?

পৌলমী সাহা

সহকারী অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ, বারাসাত গভঃ কলেত

'যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্য্যাম' — ভূমানঔপিয়াসী মানবমণীষার পরম এষণাই হল অমৃতানঔের আকাঙ্ক্ষা। এই অমৃতানঔ বস্তুতঃ আত্মোপলব্ধির প্রগাঢ় আনঔ। এই আত্মচৈতন্যের উৎস যেমন একদিকে তপনিষদিক পরমবাণী, অন্যদিকে ত্রগতিক দুঃখ থেকে মুক্তির আকুল ইচ্ছা। এই আনঔকামী চেতনার উদ্দেশ্য অপরাপর বৌঙিক শাখার ন্যায় কাব্যশাস্ত্রও অগ্রসর হয়েছে। তাই কাব্যশাস্ত্র সাহিত্যের তথা কাব্যের কেন্দ্রীয় তত্ত্বকে 'রস' অভিধায় অভিহিত করেছে। বহু উদ্যম ব্যয়িত করেছে এই তত্ত্ববিশ্লেষণে আর সেকারনেই প্রগাঢ় আনঔসত্তায় পরিপূর্ণ এই রসতত্ত্ব হয়ে উঠেছে কাব্য ক্তাতের আনঔ লাভের নিয়ামক। ভরতাচার্যের কথায় তারই প্রমাণ মেলে - 'ন হি রসাদৃতে কশ্চিদর্থঃ (পাঠান্তর, কশ্চিদপ্যর্থ) প্রবর্ততে। ভরতাচার্যই সর্বপ্রথম কাব্যভারতীর সুরম্য মণ্ডিরে রসের স্বর্ণ প্রদীপ জ্বালালেন একতি ক্ষুদ্র তিজ্ঞাসা দ্বারা - 'রস ইতি কঃ পদার্থ?' রসিক মনের এই তিজ্ঞাসার একান্ত অপেক্ষিত উত্তরও দিলেন তিনিই — 'রস্যতে আস্বাদ্যতে ইতি রসঃ'। সরল এই বাক্যতি বুঝিয়ে দিল সহৃদয়ের অন্তর দ্বারা যা আস্বাদিত হয় সেই পরমোত্তম বস্তুই 'রস'। সুকৌশলী শব্দবয়নে ভরতাচার্য রসের সঞ্চার ও উৎসারের প্রক্রিয়া ও ব্যাখ্যা করলেন তার প্রখ্যাত 'রসসূত্র' দ্বারা — ' বিভাবানুভাবব্যভিচারিসংযোগাদ্রসনিষ্পত্তিঃ।' অর্থাৎ বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারী ভাবের সংযোগে ঘতে রস নিষ্পত্তি। এদের ত্রয়ীর আন্তরসংযোগের অপূর্ব ক্ষেত্রতি হল মানবীয় প্রবৃত্তি সমূহ, যাদের বলা হয় স্থায়ী ভাব। কাব্যপ্রকাশকার মম্মত অতি সংযোগে বিভাবাদির স্বরূপ উন্মোচন করেছেন কাব্যপ্রকাশের চতুর্থ উল্লাসে —

"কারণান্যথ কার্যাণি সহকারীণি যানি চ।
রত্যাদেঃ স্থায়িনো লোকে তানি চেন্নাত্যকাব্যয়োঃ।। (৪/২৭)
বিভাবানুভাবাস্তৎ কথ্যন্তে ব্যভিচারিণঃ।
ব্যক্তঃ স তৈর্বিভাবাদ্যৈঃ স্থায়িভাবো রস স্মৃতঃ।। (৪/২৮)

১) যেতি রসোদ্বোধের মূল উপাদান; ২) তার দ্বারা উদ্বোধিত হয়ে প্রকাশিত শারীর চেষ্টাদি; এবং ৩) ছোত ছোত তরঙ্গের মত হৃদয়কণ্ডরে চঞ্চল ঢেউ তোলা ঈর্ষ্যা, লজ্জা, ভয়, আনঔ প্রভৃতি সঞ্চরনশীল ভাবই কাব্যক্তাতে যথাক্রমে বিভাব, অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব নামে সুবিদিত। সাধারণ লৌকিক ক্তাতে এরাই কারণ, তজ্জাত কার্য এবং সহকারী কারণ নামে পরিচিত। রসাচার্যগণ সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ দ্বারা এও বুঝলেন এদের সংস্পর্শে রতি প্রভৃতি যে মানসিক ভাব সমূহ তারা অভিব্যক্ত হয়ে পরিণত হয় রসে। মনের অন্তরতম তলদেশ দিয়ে আবহমান কাল ধরে বয়ে চলা এই ভাবগুলি আপাতরূপে স্থিতিশীল হলেও এরা কখনো প্রিয়মিলনের অভীপ্সায় অভীপ্সিত, কখনো বা নির্মল হাস্যমুখর; কখনো প্রবল মনোবেদনায় কাতর; কখনও প্রদীপ্ত হয়ে ক্রুঞ ; কখনও উৎসাহে উদ্দীপ্ত; কখনো ভয়ে দিশেহারা; কখনও অপ্রিয় বস্তু দর্শন বা শ্রবণে সঙ্কুচিত; কখনো বিস্ময়ে বিস্ফারিত; এই চিত্তবৃত্তির মনোবৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ দ্বারা এরা অ্যাখ্যা পেল স্থায়িভাবের। মম্মত কাব্যপ্রকাশে এ বিষয়ে বলেছেন —

"রতির্হাসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ং তথা।
[তুগুপ্সা বিস্ময়শ্চেতি স্থায়ীভাবাঃ প্রকীর্তিতাঃ।। (৪/৩০)]

এই স্থায়ী ভাবের সঙ্গের মিশ্রিত বা সংযুক্ত হয়ে বিভাব অনুভাব ও ব্যভিচারিভাব রসকমলকে প্রস্ফুতিত করে। যেহেতু এই স্থায়িভাবসমূহেরই রসরূপে অভিব্যক্তি ঘতে তাই এদের নামও হয়েছে অনুরূপ। মম্মত কাব্য প্রকাশে বললেন —

"শৃঙ্গারহাস্যকরুণরৌদ্রবীরভয়ানকাঃ।
বীভৎসাদ্ভুতসংজ্ঞৌ চেত্যষ্টৌ নাট্যে রসাঃ স্মৃতাঃ।।" (৪/২৯)

যদিও প্রাচীন কালে রসাভিব্যক্তির উৎকৃষ্ট ক্ষেত্ররূপে দৃশ্যকাব্যই পরিগণিত হত কিন্তু তদার্যশালী কাব্যচার্যরা অনুভব করলেন দৃশ্য কাব্যের মত শ্রব্যকাব্যাদিও রসের প্রকৃষ্ট আধার। তাদেরই তদার্যমহিমায় চিত্তবৃত্তির বহুমুখী বৈশিষ্ট্যের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের ফলেই পরবর্তী কালে শান্ত রস ও তার স্থায়ী ভাব নির্বেদ রসতালিকাকে নবত্বে সমৃঞ করেছে। কারণ চিত্তের এই ভাবতি সকল সহৃদয়ই প্রগাঢ়রূপে অনুভব করেন। কাব্য প্রকাশে উক্ত হয়েছে —

' নির্বেদস্থায়িভাবোহপি শান্তোহপিনবমো রসঃ।' (৪/৩৫)

এই রস তালিকার ভিত্তিতেই সংস্কৃত সাহিত্য নবরস-রুচিরা বিশেষণে বিশেষিত হয়ে বিশ্বসাহিত্যের রাত্তরবারে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত। বিধাতার ষড়রসা সৃষ্টির অভিনবত্বকেও পরাতিত করে কবির নবরসরুচিরা বাণী। কাব্যপ্রকাশের মঙ্গলাচারণশ্লোকে কবির সৃষ্টির এই মাহাত্ম্যকে বহুমান প্রদর্শন করেছেন মম্মত —

"নিয়তিকৃতনিয়মরহিতাং হ্লাদৈকময়ীমনন্যপরতন্ত্রাম্।
নবরসরুচিরাং নির্মিতিমাদধতী ভারতী কবের্ত্তয়তী।। (১/১)

সংস্কৃত সাহিত্যের এই অসামান্য রসমহিমা এমনই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসসমৃঞ যে অবার্চীন যুগে তাকে নিয়ে আলোচনা মাত্রই বাহুল্য। ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাসাদি মহাকবিদের অপূর্ববস্তুনির্মানক্ষমা প্রতিভার নিদর্শন যে সংস্কৃত সাহিত্য ধারা তাতে রস এমনই ত্রীবিতভূত হয়ে আছে যার আবেদন ত্রৈকালিক। অসংখ্য প্রকার ভেদ বিশিষ্ট সংস্কৃত সাহিত্য সুরধুনীতে রসের যে বিস্তৃত বিচরণ ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে তার সামগ্রিক আলোচনা স্বল্প পরিসরে অসম্ভব। তাই রসপিয়াসী পাঠককে নবরসমহিমার প্রয়োগ ক্ষেত্রের দিঙ্মাত্র উদাহরণেরই অধুনা সন্তুষ্ট থাকতে হবে। তবে যদিও বিশেষ বিশেষ কাব্যে বিশেষ রসের উদাহরণ প্রদর্শিত হয়েছে তথাপি একথা অবশ্য স্মরণীয় যে অঙ্গী রস যাই হোক

না কেন প্রতিতি সাহিত্যকৃতিই বিভিন্নরসের আলোকমালায় সুসজ্জিত হয়েই পাঠক চিত্তকে তৃপ্ত করে। তাই একক রসের উপস্থিতি কোথাও উপলভ্যমান নয়। এরা বিচিত্র বিভঙ্গে একে অপরের চমৎকারিত্ব সৃষ্টিতে সহায়ক বা পরিপূরক।

শৃঙ্গার রসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ

নাত্য হোক বা শ্রব্যকাব্য, শৃঙ্গার রসের প্রাধান্য সর্বসম্মত। সকল মানুষের অধিকাল্পরূপে যে রতিরূপ চিত্তবৃত্তি বিদ্যমান তারই স্ফূরণ ঘতে শৃঙ্গাররসাশ্রয়ে। আবার বিপ্রলম্ভ অর্থাৎ বিয়োগ ব্যতীত সম্ভোগশৃঙ্গারও অপূর্ণ। তাই বলা হয় - ' ন বিনা বিপ্রলম্ভেন সম্ভোগঃ পুষ্টিমশ্নুতে।' সংস্কৃত সাহিত্যাকাশে 'মহতো মহীয়ান্' মহাকবি কালিদাস এই সারসত্য উপলঞি করেছিলেন বলেই তাঁর অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ নাতক বিচ্ছেদের অগ্নিতে দজ হয়ে হয়েছে নিকষিত হেম। শৃঙ্গাররসোজ্জ্বল এই নাতকতিকে পরিবেশিত শৃঙ্গারসাত্মক একতি অনন্য সুঔর শোক উঃ্ত করা যাক উদাহরণ প্রসঙ্গে—

" অনাঘ্রাতং পুষ্পং কিশলয়মলূনং কররুহৈরনাবিঃং রত্নং মধু নবমনাস্বাদিতরসম্।
অখন্ডং পুণ্যানাং ফলমিব চ তদ্রূপমনঘং ন ত্রনে ভোক্তারং কমিহ সমুপস্থাস্যতি বিধিঃ।। (২/১০)

পুরুবংশতিলক দুষ্যন্ত কন্বাশ্রমে শকুন্তলার অপরূপ রূপলাবণ্যচ্ছতায় হলেন বিমুজ । প্রেমাবিষ্ট দুষ্যন্তের মনে ভাবনার পর ভাবনা উদ্ঘাতিত করল তার রতিরূপ চিত্তবৃত্তিকে। শকুন্তলা যেন অনাঘ্রাতা পুষ্প, নবকিশলয়, অবিঃ রত্ন, অনাস্বাদিত নবমধু। অখন্ড পুণ্যের ফলস্বরূপিনী এই নারীর সৌভাগ্যবান ভোক্তার আশঙ্কায় প্রেমমুজ দুষ্যন্ত বিহ্বল। রসানুভূতির স্তরবিন্যাসে দুষ্যন্তের রতির কারণ তিলোত্তমা-শকুন্তলা স্বয়ং। অতএব শকুন্তলা আলম্বন বিভাব। আশ্রমের পরিবেশ উদ্দীপন বিভাব। দুষ্যন্তের আকুলতা, আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হল দীর্ঘ নিঃশ্বাস, হাহাকার প্রভৃতি শারীর চেষ্টার দ্বারা যা তার অনুভাব। আর তাই বাসনা আশা, নিরাশা, ঈর্ষা, বেদনাদি ক্ষণিকের প্রকাশে দ্রুত সঞ্চরণ দ্বারা এই প্রেমময় পরিবেশকে করল হিল্লোলিত। বিভাবাদি ত্রয়ের এই মিলন কে পরিপুষ্টি দান করল সহৃদয়ের রতিরূপ বাসনা। সত্ত্বগুণোদ্রিক্ত স্থির চিত্তে আত্মানঔের প্রকাশ ঘতল। আত্মচৈতন্য উপলব্ধি করল দুষ্যন্তগত এই রতিকে। সহৃদয় অনুভব করলেন অখন্ড সম্ভোগশৃঙ্গাররস।

হাস্যরসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ

অনাবিল হাসি মানবত্রীবনের এক মধুর চিত্তবৃত্তি, যা বেদনা-নৈরাশ্য-আঘাতের ক্ষতকে ধুইয়ে ত্রীবনের আনঔ-মুখর দিকতিকে আলোকিত করে তোলে। গভীর দৃষ্টিতে ত্তাৎ এবং ত্রীবনের নানা অসংগত অবস্থা, যথা - ইচ্ছার সাথে উপায়ের, উদ্দেশ্যের সাথে উপায়ের, কথার সাথে কাত্রে অসংগতি দেখে যিনি হাসতে এবং হাসাতে পারেন তিনিই যথার্থ হাস্যরসিক। অসংগতিই এই রসের উপত্রীব্য। ভরত এর স্বরূপপ্রসঙ্গে নাত্যশাস্ত্রে বলেছেন —

"বিকৃতাচারৈর্বাক্যৈরঙ্গবিকারৈশ্চ বিকৃতবেষৈশ্চ।
হাসয়তি তনং অস্মাদ্ জ্ঞেয়ো রসো হাস্যঃ।।" (৬/৫০)

অর্থাৎ কাব্যক্ষেত্রে বিপরীত আকৃতি, বিকৃত আচার-কথা-বেশধারণ-অঙ্গভঙ্গী হেতু, কোন ব্যক্তি থেকে যে রস উৎপন্ন হয়, তাই হাস্যরস। উদাহরণপ্রসঙ্গে আবারও যাওয়া যাক অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাতকের দ্বিতীয়াঙ্কে , যেখানে রাত্সমভিব্যাহারে মৃগয়ার উদ্দেশ্যে বনে আসা সুখপ্রিয় বিদূষক তথা রাত্বয়স্য মাধব্য নিত্রেকে বড়ই বিপদগ্রস্ত অনুভব করছেন। বনের পরিবেশ অখাদ্যসমূহ ও তৎসহিত পরিশ্রমাদি সবই তাঁর আরামপ্রিয় ত্রীবনের পরিপন্থী। তাই রাত্তর কাছে অনুরোধ ত্তনান বিশ্রামের ত্তন্য। কিন্তু রাত্সম্মুখে সেনাপতির অক্লান্ত মৃগয়া প্রশংসা তার আবেদন পাছে ব্যর্থ করে, তাই তিনি বললেন- কপত ক্রোধে — 'ত্বং তাবৎ অতবীতঃ অতবীমাহিন্ড্যমানো নরনাসিকালোলুপস্য ত্রীর্ণঋক্ষস্য কস্যাপি মুখে পতিষ্যতি'। এই ক্ষেত্রতিতে বিদূষক স্বয়ং আলম্বন বিভাব, তার সেনাপতির উদ্দেশ্যে কথিত বাক্য উদ্দীপন বিভাব, অঙ্গভঙ্গী সহযোগে হস্তপদাদিসঞ্চালন হল অনুভাব। কপত ভয়, কপত ক্রোধ, উদ্বেগ ও চাপল্য হল সঞ্চারী ভাব। এদের একত্র সম্মিলনে অসহায় সেনাপতির দুর্দশা কল্পনায় দর্শকমনে হাস্যরূপ স্থায়িভাব হাস্যরস রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই হাস্যনির্ঝরস্পাত শৃঙ্গাররসের একতানা প্রবাহের সাময়িক বিরতি ঘতিয়ে নাতককে বৈচিত্র্যময় করে তুলেছে।

করুণরসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ

কালিদাসোত্তর যুগে পাণ্ডিত্যের ও বিচারবিশ্লেষণের সঙ্গে হৃদয়ানুভূতির অনবদ্য মিশ্রণে যাঁরা সাহিত্য রচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে ভবভূতি অন্যতম। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি 'উত্তররামচরিতম্' নাতক এর প্রশংসায় প্রযুক্ত অন্যতম বহুপ্রচলিত বাণী — 'কারুণ্যং ভবভূতিরেব তনুতে' উত্তর রাম-চরিত নাতকতি সকল সহৃদয়ই ভবভূতি কর্তৃক নিপুণভাবে পরিবেশিত করুণরস আস্বাদনের দুর্বার প্রত্যাশার উদ্দীপক। করুণরসাত্মক রামায়ণ কাহিনীর প্রাচীন কাঠামোকে উৎস রূপে গ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভা স্পর্শে ভবভূতি তাকে উজ্জীবিত করে চিন্ময়ী নাত্যমূর্তির রূপ দিলেন, মিলনান্তক করে। এই নাতকের বিষয় বস্তু যেহেতু - রাবণের থেকে সীতা উঃার পরবর্তী ঘতনা, সীতা বিসর্তন ও পুনঃপ্রাপ্তি, তাই বিচ্ছেদের বেদনা সমগ্র নাতককে করুণ চিত্রমালা উপহার দিয়েছে। তাই যদিও কোন বিশেষ অংশকে করুণরসের উদাহরণ রূপে উপস্থাপিত করা অসংগত, তথাপি প্রথম অঙ্কের একতি শ্লোক উল্লেখার্হ —

"অপূর্বকর্মচন্ডালময়ি মুজে বিমুঞ্চ মাম্।
শ্রিতাসি চণ্ডনভ্রান্ত্যা দুর্বিপাকং বিষদ্রুমম্।।" (১/৪৬)

সীতাসহ অযোধ্যায় ফিরে চর দুর্মুখের কাছে সীতাদেবীর চরিত্র বিষয়ে ত্তাপবাদ শ্রবণ করে প্রত্তানুরঞ্জক রাম কর্তব্যের অনুরোধে নিরপরাধা সীতাকে পরিত্যাগ করার কঠোর সিঃান্ত গ্রহণ করেন। অথচ তার হৃদয় তুড়ে সৃষ্টি হয়েছে নিদারুণ অন্তর্দাহ। অনুতপ্ত রাম নিত্রেকে চন্ডাল বলে ধিক্কার দিয়েছেন এবং সরলা সীতা যে রামের ন্যায় বিষবৃক্ষকে অবলম্বন করার বিষফল পেতে চলেছেন সে বিষয়ে পত্নীপ্রেমিক রাম নিশ্চিত। এই দুঃখ ভারাতুর অনুষঙ্গে সীতার সরল মুখখানি আলম্বন বিভাব, সীতা বিসর্তনের পরিস্থিতি উদ্দীপন বিভাব, রামের হাহাকার, দীর্ঘনিশ্বাঃস

অশ্রুপাতাদি অনুভাব এবং সীতার বিয়োগ কালীন আবহে রামের হৃদয়ের দোলাচল অবস্থা, অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা সঞ্চারিভাব। এই ত্রয়ীর সংস্পর্শে দর্শকের মনোলোকস্থিত শোকরূপ স্থায়িভাব পরমাস্বাদনযোগ্য করুণ রসমূর্তি ধারণ করেছে।

<u>রৌদ্ররসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ</u>

অতিসম্পন্ন ক্রোধ রৌদ্ররসের মর্যাদাভিষিক্ত হয়। ক্রোধোন্মত্ত জনের বাক্য ও কার্য থেকে আমরা রৌদ্ররসকে চিনে নিই। সংস্কৃত সাহিত্যধারায় পূর্ণাঙ্গ রৌদ্ররসাত্মক নাটক অনুপস্থিত। অঙ্গরসরূপেই মূলত রৌদ্ররস নাটকের বৈচিত্র্য সাধন দ্বারা উপকারক। অধুনা বীররসাত্মক 'মুদ্রারাক্ষসম্' নাটকে কূটনীতিজ্ঞ চাণক্য ও তৎশিষ্য চন্দ্রগুপ্তের কথোপকথনের মাধ্যমে রৌদ্ররসের প্রবাহ লক্ষণীয়। কৌমুদীমহোৎসবকে কেন্দ্র করে চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের প্রতি যে স্পর্ধাবাক্য প্রয়োগ করলেন তা শ্রবণে পদাঘাতপূর্বক ক্রুদ্ধ চাণক্য বললেন ক্রোধোদ্দীপ্ত বাক্য—

"শিখাং মোক্তুং বদ্ধাপি পুনরয়ং ধাবতি করঃ প্রতিজ্ঞামারোঢ়ুং পুনরপি চলত্যেষ চরণঃ
প্রণাশান্নন্দানাং প্রশমমুপয়াতং ত্বমধুনা পরীতঃ কালেন জ্বলয়সি মম ক্রোধদহনম্।।"

এখানে স্বয়ং চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যের আলম্বন বিভাব, চন্দ্রগুপ্তের উদ্ধত বাক্য উদ্দীপন বিভাব, চাণক্যের পাদপ্রহরণ, চক্ষুর বিস্ফারণ, ক্রোধে কম্পন, প্রভৃতি অনুভাব, চন্দ্রগুপ্তের ধ্বংসের প্রতিজ্ঞাগ্রহণের ইচ্ছা তথা চন্দ্রগুপ্তের প্রতি পূর্বস্নেহভাব চিন্তা করে প্রতিজ্ঞাপূরণের অনিচ্ছা, শিখাবন্ধনের ইচ্ছা ও অনিচ্ছা প্রভৃতি সঞ্চারীভাব। এদের সংস্পর্শে সহৃদয়স্থিত স্থায়িভাব রৌদ্রসরূপে অভিব্যক্তি লাভ করেছে।

<u>বীররসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ</u>

যদিও নাট্যসরূপে শৃঙ্গার ও বীরের গৌরবোজ্জ্বল স্থান সর্বসম্মত তথাপি মহাকাব্য ক্ষেত্রেও বীররসের বহুল প্রয়োগ দেখা যায়। বৃহৎত্রয়ীর অন্যতম রূপে গণিত ভারবির 'কিরাতার্জুনীয়ম' মহাকাব্যে অঙ্গীরস বীররস। অন্যান্য রসসমূহ অঙ্গরূপে উপস্থাপিত হয়ে বীররসকেই যেন পুষ্ট করেছে এই মহাকাব্যে। প্রথম সর্গের একটি বীররসাত্মক শ্লোকের উদাহরণ—

"কৃতারিষড়্বর্গজয়েন মানবীমগম্যরূপাং পদবীং প্রপিৎসুনা।
বিভজ্য নক্তন্দিবমস্ততন্দ্রিণা বিতন্যতে তেন নয়েন পৌরুষম্।।" (১/৯)

দ্যূতক্রীড়ায় বিজিত পান্ডবদের বনবাস নির্ধারণ করে দুর্যোধন অখন্ড অভিনিবেশ সহকারে কুরুরাজ্যের ও জনপদবাসীর উন্নতিসাধনে আন্তরিক ভাবে সচেষ্ট হয়েছেন। বনেচরের বক্তব্য থেকে জানা যায় তার সুশাসনে কুরুরাজ্য ক্রমবর্ধমান সম্পদ প্রসব করে প্রভূত উন্নত হচ্ছে। এই আবহে দুর্যোধন স্বয়ং আলম্বন বিভাব, তার নিরন্তর অধ্যবসায় উদ্দীপন বিভাব; কাম-ক্রোধাদি ষড়রিপুর জয়, দিবারাত্রকে বিভাজন করে সুপরিকল্পিত ভাবে করণীয় কর্তব্য সাধন, নীতিযুক্ত পুরুষকার বিস্তার প্রভৃতি অনুভাব; মনুকর্তৃক উপদিষ্ট প্রজাপালন পদ্ধতি অনুসরণের একান্ত ইচ্ছা, ন্যায়নীতি প্রয়োগের ইচ্ছা, সাফল্য ও অসাফল্যের আশা ও আশঙ্কার যুগপৎ দোলাচলবৃত্তি সঞ্চারিভাব হয়ে দুর্যোধনে স্থিত উৎসাহের সংস্পর্শে এসে বীরসরূপে অভিব্যঞ্জিত হয়। পরাক্রমশীলতার বর্ণনায় পাঠকের সুপ্ত উৎসাহ বীররসরূপে জাগ্রত হয়ে বিচিত্র বিভঙ্গে বিস্তৃত হয়েছে সমগ্র মহাকাব্য জুড়ে।

<u>ভয়ানক রসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ</u>

ভয়ের পরিনিষ্ঠিত রূপই ভয়ানক রস। মানব জীবনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ ভয়ঙ্কর বস্তু দর্শনে বা তজ্জাত আশঙ্কা উৎপন্ন হলে ভয়রূপ চিত্তবৃত্তি থেকে ভয়ানক রস উৎপন্ন হয়। ভয়ানক রসের প্রভূত উদাহরণ ছড়িয়ে রয়েছে সংস্কৃত কাব্যধারায়। তাদের মধ্যে শ্রীহর্ষ বিরচিত নৈষধচরিত মহাকাব্যের প্রথম সর্গের একটি শ্লোককে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। বিলাসোদ্যানে বিহাররত নল একটি সুবর্ণহংস দর্শনে সেতির বিষয়ে প্রবল কৌতুহলী হয়ে অতর্কিতে হাঁসটিকে ধরে ফেলেন। এই আকস্মিক আক্রমণে অন্যান্য হংসসমূহ ও পূর্বোক্ত স্বর্ণহংসের হৃদয়ে যে ভয়ের সৃষ্টি হয় তার অনুপম বর্ণনা দিলেন শ্রীহর্ষ—

"সসম্ভ্রমোৎপাতিপতত্কুলাকুলং সরঃ প্রপদ্যোৎকতয়াহনুকম্পিতাম্।
তমূর্মিলোলৈঃ পতগগ্রহান্নৃপঃ ন্যবারয়দ্বারিরুহৈঃ করৈরিব।।" (১/১২৬)

অর্থাৎ প্রবল ভয়ে উড্ডীয়মান বিহগকুল তরঙ্গচঞ্চল পদ্মের মত হস্তদ্বারা রাজাকে যেন নিবারণ করছিল। এক্ষেত্রে হংসমনের ভয়বর্ণনায় যে ভয়ানক রস অভিব্যঞ্জিত হল, তার আলম্বন বিভাব নল; ধৃত হংসের পলায়ন প্রবৃত্তি, আর্তরব, মুখবৈবর্ণ্য অন্যহংসদের কোলাহল প্রভৃতি অনুভাব এবং জড়তা, আতঙ্ক, চাঞ্চল্য, কম্পন প্রভৃতি হল সঞ্চারিভাব শৃঙ্গাররসোজ্জ্বল নৈষধচরিত মহাকাব্যে নলের দময়ন্তীর প্রতি শৃঙ্গার অনুভবের সমান্তরালে ব্যাখ্যাত এই ভয়ানক রস সহৃদয়কে বৈচিত্র্য উপহার দেয়।

<u>বীভৎসরসের প্রয়োগক্ষেত্রঃ</u>

দশরূপকানুসারে - "জুগুপ্সাস্থায়িভাবস্তু বীভৎস কথ্যতে রসঃ।"
নাট্যশাস্ত্রানুসারে - "অনভিমতদর্শনেন চ গন্ধরসস্পর্শশব্দদোষৈশ্চ
উদ্বেগজননৈশ্চ বহুভির্বীভৎসরসঃ সমুদ্ভবতি।।" (৬/৭৩)

অর্থাৎ অপ্রিয় বস্তুর দর্শন, স্পর্শন, রাসন, গন্ধন, শব্দদোষ ও বহুপ্রকার উদ্বেগ থেকে বীভৎস রস উৎপন্ন হয়। হাস্যরসের মতোই বীভৎস রসেরও আশ্রয় সহৃদয় সামাজিক। নাট্যকার শূদ্রকের মৃচ্ছকটিক প্রকরণের অষ্টমাঙ্কে শকার কর্তৃক নায়ক চারু-দত্তের প্রেমিকা তথা নায়িকা বসন্তসেনার হত্যাদৃশ্য বীভৎস রস প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতেই পারে। —

"এতাং দোষকরন্ডিকামবিনয়স্যাবাসভূতাং খলাং রক্তাং তস্য কিলাগতস্য রমণে কালগতামাগতাম্।
কিমেষ সমুদাহরামি নিজকং বাহ্বোঃ শূরতং নিঃশ্বাসাপি ম্রিয়তে অম্বা সুমৃতা সীতা যথা ভারতে।।" (৮/৩৬)

নিজের কামী প্রবৃত্তি চরিতার্থ না করতে পারার হতাশায় কামুক শকার বসন্তসেনার কণ্ঠনিষ্পেষণ পূর্বক হত্যার প্রয়াস করে এই বাক্য বলেছে। বসন্তসেনার এই দুঃসহ পরিণতি ঘটতে দেখে দর্শকমনে অভিব্যঞ্জিত হল বীভৎরস। বসন্তসেনা এখানে আলম্বন বিভাব, শকারের প্রতিশোধ

স্পৃহা উদ্দীপন বিভাব; বসন্তসেনার নেত্রনিমীলন, নিঃশ্বাসের স্থিরতা, কষ্ট, মুখবিকৃতি, শকারের কণ্ঠনিষ্পেষণ প্রভৃতি অনুভাব এবং শকারের উদ্বেগ হর্ষ উল্লাসাদি সঞ্চারিভাব সহকৃত হয়ে তুগুপ্সা রূপ স্থায়িভাব.........বীভৎসরসে পরিণতি লাভ করে।

অদ্ভুত রসের প্রয়োগ ক্ষেত্রঃ

সাহিত্যকার যখন কোন বস্তু বা ঘতনা সওর্শনে চরিত্রে বা বর্ণনায় বিপুল বিস্ময় আরোপ করেন তখনই সৃষ্ট হয় অদ্ভুত রস। প্রত্যেক রসের চমৎকার আস্বাদের মধ্যে অদ্ভুত রসের আস্বাদ মিশ্রিত হয়ে থাকে বলে বিশ্বনাথ প্রমুখ সাহিত্যমীমাংসাগন একেই একমাত্র রসরূপে গ্রহণ করেছেন। তাদের এই সুচিন্তিত মূল্যায়ণ অদ্ভুত রসের প্রবল গুরুত্বেরই প্রতিপাদক। বিশ্বনাথ বলেছেন — 'অদ্‌ভুতো বিস্ময়স্থায়িভাবো গন্ধর্বদৈবতঃ'। অদ্ভুতরসের উদাহরণ প্রসঙ্গে আদিকবির আদিকাব্য রামায়ণের মধুমতী বাক্ কে আশ্রয় করা যায়। যেখানে প্রবল পরাক্রমশালী রাম ভগ্ন করছেন হরধনু। তার কার্য্য দেখে দর্শককুল স্তম্ভিত, অনুত লক্ষ্মণ বিস্মিত। প্রবল বিস্ময়সহকারে তিনি বলছেন—

"দোর্দন্ডাঞ্চিতচন্দ্রশেখরধনুর্দন্ডাবভঙ্গোদ্যতষ্টঙ্কার ধ্বনিরার্য্যবালচরিতপ্রস্তাবনাডিন্ডিমঃ।
দ্রাক্‌পর্য্যস্তকপালসংপুত মিলদ্ ব্রহ্মান্ডোদরভাম্যৎপিন্ডিতচন্ডিমা কথমহো নাদ্যাপি বিশ্রাম্যতি।।"

অর্থাৎ আর্য্য রামের বাল্যকালীন অনুষ্ঠানসমূহের প্রস্তাবনা কালের দুণ্ডুভিধ্বনির ন্যায় প্রচন্ড বাহুদ্বয়ের দ্বারা আকৃষ্ট হরধনুর দন্ডভঙ্গের সময় উত্থিত তঙ্কার ধ্বনি, দ্রুত নিক্ষিপ্ত দুতি অর্ধগোলকের মিলনের ফলে ব্রহ্মান্ডরুপ ভান্ডের মধ্যে পরিভ্রমণশীল আলোড়ন— এখনও কেন থামছে না। এই বিস্ময়াবিষ্টাবহে হরধনু ভগ্নোদ্যত শ্রীরাম আলম্বন বিভাব, হরধনু ভঙ্গের প্রচেষ্টা উদ্দীপন বিভাব। লক্ষ্মণের রোমাঞ্চ, রাম কার্য দর্শনে অভিভূত হওয়া, নেত্রবিস্ফারণ, তঙ্কারাদি অনুভাব, লক্ষ্মণের আবেগ, হর্ষ, ব্যাকুলতা, চমৎকৃতি প্রভৃতি সঞ্চারিভাব। ফলে দর্শকের বিস্ময়রূপ স্থায়িভাব পরিণত হল অদ্ভুতরসে। দর্শক ও লক্ষ্মণ সকলেই হলেন চমৎকৃত। লক্ষ্মণের চমৎকৃতি লৌকিক ও দর্শকের চমৎকৃতি অলৌকিক।

শান্তরসের প্রয়োগ ক্ষেত্রঃ

মানব চিত্তস্থিত শম বা নির্বেদরূপ স্থায়ীভাব যখন বিভাবাদি দ্বারা সম্পৃক্ত হয় তখন উৎসার ঘতে শান্তরসের। রসাভিব্যক্তির তন্য প্রয়োতনীয় চিত্তস্থিতি, রত্রেস্তমোগুণের মণ্ডীভবনতা ও সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি, পরিমিতব্যক্তিত্ববোধের বিগলন শান্তরসে পবিপূর্ণরূপে থাকায় একে আধ্যাত্মিকতা, মোক্ষ ও তত্ত্বজ্ঞান লাভের হেতুরূপে তনা যায়। একারণেই অভিনবগুপ্ত অভিনবভারতীতে বলেছেন—

"মোক্ষাধ্যাত্মনিমিত্তস্তত্ত্বজ্ঞানার্থহেতুসংযুক্তঃ।
নিঃশ্রেয়সধর্মযুতঃ শান্তরসো নাম বিজ্ঞেয়ঃ।।"

মূলত মহাকাব্যেই শান্ত-রস লক্ষনীয় এই ধারণা সর্বাংশে সত্য নয়। নাত্যেও শান্তরস প্রয়োগের ক্ষেত্র বিদ্যমান। সেকারণেই শ্রী যতিকৃযতমিশ্রের 'প্রবোধচণ্ডোদয়' নাতকতিকে উদাহরণ রূপে গ্রহণ করা হল রূপকের ফলিত ক্ষেত্রে শান্তরসানুভূতির প্রামাণ্যরূপে। ব্যঞ্জনাশ্রয়ী এই নাতকে নায়ক পুরুষ কিভাবে সংসারের দুঃখবন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তিলাভ করল সেকথাই নাত্যরূপ পেয়েছে। বিযুতভক্তি ও প্রবোধচন্দ্রোদয়ের সংস্পর্শে এসে তাতের অসারতা উপলঙ্ি করে পরিশেষে পুরুষ মুক্ত কণ্ঠে বলতে পারে —

"সঙ্গং ন কেনচিদুপেত্য কিমপ্যপৃচ্ছন্ গচ্ছন্নতর্কিতফলং বিদিশং দিশং বা।
শান্তো ব্যাহতভয়শোককষায়মোহঃ স্বায়ম্ভুবো মুনিরহং ভবতাস্মি সদ্যঃ।।"

এই শান্তস্নিজ আবহে দেবী বিযুতভক্তি স্বয়ং আলম্বন বিভাব, তার দর্শনপ্রাপ্তি ও উপদেশাবলী পুরুষের উদ্দীপন বিভাব, মুখমন্ডলে তত অবিমিশ্র আনণ্ডের প্রতিচ্ছবি, মুক্তির অনুভূতি, পার্থিব বিষয়ে নিরাসক্তি প্রদর্শনাদি অনুভাব, প্রশান্তি, ত্যগের ইচ্ছা, অন্যদের সঙ্গ পরিত্যাগের ইচ্ছা প্রভৃতি সঞ্চারিভাব পরস্পর পরস্পরের অনুকূল হয়ে শান্তরসত্ব পরিগ্রহ করতে সাহায্য করেছে শম বা নির্বেদরূপ স্থায়িভাবকে। এই শান্ত রসানুভূতিতে পুরুষ এবং দর্শক উভয়ই অবিমিশ্র শান্তরস অনুভব করে স্থৈর্যপ্রাপ্ত হন।

সামগ্রিক আলোচনাঃ

ভরতাচার্যের রস প্রস্থান ভারতীয় নণ্ডনতত্ত্বের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। এই রসমধুচক্র সম্পূর্ণ করেছেন আনণ্ডবর্ধন, অভিনবগুপ্ত, মম্মত, বিশ্বনাথ, তান্নাথ প্রমুখ রসাচার্যগণ। এরা অনুভব করেছেন কাব্যতাতে বিচ্ছুরিত সৌণ্ডর্যমাধুর্যের মূল তত্ত্বতি—'রস'। এ এক প্রজ্ঞাসমৃদ্ধ বোধ যা সহৃদয়ই অনুভব করতে সমর্থ। তাই অভিনব গুপ্ত বললেন অভিনবভারতী তীকায়— 'রসনা চ বোধরূপা এব'। ব্রহ্মস্বাদসহোদর এই রস প্রকৃতিগত ভাবে এক ও অখন্ড হলেও ব্রহ্মেরই মত বিবর্তিত হয়ে নয়তি ভিন্ন স্রোতধারা রূপে কাব্যভূমিকে সিঞ্চিত করেছে। কাব্যবাণীর এই অপূর্ব নৈসর্গিক শোভা রস তন্য। ভিন্ন ভিন্ন চিত্তবৃত্তিতে আশ্রিত হয়ে তা সহৃদয় সুধীতনের কাছে ভিন্নরূপে আস্বাদিত হয়। তাই বিশ্বনাথ দেখালেন করুণ-রসানুভূতিত্ত পরমানণ্ডতনক—

"করুণাদাবপি রসে তয়তে যৎ পরং সুখম।
সচেতসামনুভবঃ প্রমাণং তত্র কেবলম্।।" (সা দ ৩/৩)

ভক্তি বাৎসল্যাদি গৌণরস বলে অনেকের দ্বারা স্বীকৃত হলেও কাব্যরাত্তের এই নবরসসভা নবরত্ন সভার মতই সর্বাতিশায়ী প্রভায় যুগে যুগে মুজ করেছে কাব্যের ব্যাপারীদের। নবরসের রামধনু কাব্যকাশকে রঙে রঙীন করে তার নবরসরুচিরা বিশেষণকে সার্থক ও সফল করেছে।

গ্রন্থপঞ্জীঃ

১) সং আচার্য রামানণ্ড, ১৪০৪, মম্মত ভট্টঃ কাব্যপ্রকাশঙ্ক্ষ ২য় সংস্করণ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
২) মুখোপাধ্যায়, রমারঞ্জন, ২০০১, রসসমীক্ষাঙ্ক্ষ তৃতীয় নতুন সংস্করণ, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
৩) স্যান্যাল, অবন্তীকুমার, ১৪০৪, অভিনবগুপ্তের রসভাষ্য, কলকাতা, সংস্কৃত পুস্তক ভান্ডার।
৪) বণ্ডোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ, ২০০৫, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ রাত্য পুস্তক পর্ষৎ।